



জনজাতি জীবিকায় জোর

রেপোরেট

অপরিবর্তিত

রাখল আরবিআই

৫ আগস্ট: মূলনিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা সুনিশ্চিতকরণে লাগাতার কাজ চালাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতির জীবিকা নিশ্চিতকরণ, ঠিক অন্য জনজাতি সম্প্রদায়গুলির আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষাতেও কাজ করছে সরকার। বুধবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে লিখিত উত্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যবিবরণী তুলে ধরেন।

তামিলনাড়ুর বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী গোষ্ঠী (পিভিটিজি) ইরুলা জনজাতির টেকসই জীবিকার সুযোগ বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন)-এর আওতায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে জানান, ট্রাইফেড-এর মাধ্যমে তামিলনাড়ুর সাতটি জেলায় ৩৭টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র (ভিডিভিকে) অনুমোদন করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, তিরুপতুর, চেন্নেলপট্টু, নামাক্কাল, আরিয়ালুর, নীলগিরি, তিরুভনামালাই এবং কোয়েম্বাটুর জেলায় গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রগুলির জন্য মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ছাড়া হয়েছে এবং ২,৪০৩ জন উপভোক্তা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, অনুমোদিত ৩৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৪টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র সরাসরি ইরুলা জনজাতির জন্য কাজ করছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ২,১৩৫ জন ইরুলা উপভোক্তা যুক্ত হয়েছেন। তাদের জন্য মোট ১ কোটি ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ইরুলা সম্প্রদায়ের সংগ্রহ করা বনজ

অপ্রধান উৎপাদন (মাইনর ফরেস্ট প্রোডিউস)-এর মূল্য সংযোজন ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বুনো মধু, বিভিন্ন মশলা, কাজুবাদাম, ঝাড়ু তৈরির কাঁচামাল, ভেষজ উদ্ভিদ, তৈলুল ও রিঠা (সোপ নাট)। এইসব পণ্য স্থানীয় বাজার, মেলা এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ইরুলা জনজাতির সদস্যরা ইতিমধ্যেই ৭৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকার মূল্য সংযোজিত বনজ পণ্য বিক্রি করেছেন। এর মধ্যে নীলগিরি জেলার ইরুলা উপভোক্তাদের বিক্রিই সর্বাধিক, যার পরিমাণ ৬১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এছাড়া আরিয়ালুর জেলায় ১১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা, চেন্নেলপট্টুতে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং অন্যান্য জেলাতেও বিভিন্ন বনজ পণ্য বিক্রির মাধ্যমে আয় হয়েছে।

কেন্দ্রের দাবি, পিএম-জনমন প্রকল্পের মাধ্যমে বনজ সম্পদের মূল্য সংযোজন, বাজারজাতকরণ এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হওয়ায় বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের ঐতিহ্যগত জীবিকাকে আরও টেকসই করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠীর (পিভিটিজি) সার্বিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন) এবং ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান (ডিএ জেজিইউএ)-এর আওতায় একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে জানান, চলতি অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের আওতায় ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান-এর বিভিন্ন উপাদানের জন্য ১২,৫৭৪.৭০ লক্ষ টাকা (প্রায় ₹১২৫.৭৫ কোটি) মূল্যের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালের ১৫

নভেম্বর পিএম-জনমন এবং ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান চালু করেন। এই প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিরও আয়োজন করেছে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বিরহোর, লোধা এবং টোটো—এই তিনটি বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়েছে। পিএম গতিশক্তি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত সমীক্ষায় রাজ্যের ৪টি জেলার ২৪টি ব্লকের ৪২৮টি গ্রামে মোট ৪৯৫টি পিভিটিজি বসতি চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে ১৯,৯৯১টি পরিবারে মোট ৬৮,৭২০ জন পিভিটিজি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন।

কেন্দ্র জানিয়েছে, প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জল জীবন মিশন -এর আওতায় পশ্চিমবঙ্গে ৪১৮টি গ্রাম অনুমোদিত হলেও এখনও পর্যন্ত ৮৬টি গ্রামে শতভাগ পানীয় জল পরিষেবা নিশ্চিত হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর অধীনে ১৬টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট অনুমোদিত ও চালু হয়েছে।

এছাড়া গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি (আরডিএসএস)-এর মাধ্যমে ৩,৩৭২টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। টেলিযোগাযোগ বিভাগের ইউনিভার্সাল সার্ভিস অবলিগেশন ফান্ড (ইউএসওএফ)-এর মাধ্যমে ১২টি জনজাতি বসতিতে মোবাইল সংযোগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩টি বসতিতে ইতিমধ্যেই পরিষেবা পৌঁছেছে।

জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে ৫টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র (ভিডিভিকে) অনুমোদিত হলেও এখনও সেখানে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়নি। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই কেন্দ্রগুলির জন্য ১৩.৯০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬.৯৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই ছাড়া হয়েছে। অন্যদিকে, মাল্টিপারপাস

দ্বিতীয় পাতায়

গগনযানের প্রস্তুতি অস্তিমে

স্বল্প খরচে ২০২৭-এ প্রথম মানববাহী মহাকাশ অভিযান

৫ আগস্ট: ভারতের প্রথম মানববাহী মহাকাশ অভিযান গগনযান-এর প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। ২০২৬ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে প্রথম মানববিহীন পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২০২৭ সালে প্রথম মানববাহী গগনযান মিশন উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। একই সঙ্গে ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন (ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন) চালুর লক্ষ্যে কাজও দ্রুত এগোচ্ছে।

লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পৃথিবী বিজ্ঞান, মহাকাশ এবং পরমাণু শক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিং জানান, গগনযান প্রকল্পের মানব নিরাপত্তা-সংক্রান্ত (হিউম্যান রেটিং) অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও স্থলভিত্তিক পরীক্ষা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, হিউম্যান রেটেড লঞ্চ ভেহিকল (এইচএলভিএম-৩)-এর সমস্ত প্রপালশন ধাপ ও কাঠামোর উন্নয়ন এবং গ্রাউন্ড টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে। ক্রু মডিউল ও সার্ভিস মডিউলের প্রপালশন ব্যবস্থা, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম (ইসিএলএসএস)-এর ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল, থার্মাল প্রোটেকশন সিস্টেম, ডি-অ্যাক্সিলারেশন ব্যবস্থা এবং আধুনিক অ্যাক্সিওনিক্স সফলভাবে তৈরি ও পরীক্ষিত হয়েছে। ক্রু এক্সেপ সিস্টেমের পাঁচ ধরনের মোটরেরও সফল স্থির পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

ইসরো জানিয়েছে, গগনযানের জন্য অরবিটাল মডিউল প্রস্তুতি কেন্দ্র, গগনযান কন্ট্রোল সেন্টার, ক্রু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং দ্বিতীয় উৎক্ষেপণ প্যাডের আধুনিকীকরণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রথম টেস্ট ভেহিকল মিশন টিভি-ডি১ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ইন্টিগ্রেটেড এয়ার

ড্রপ টেস্ট-১ ও ২ সফল হওয়ার পর বর্তমানে টিভি-ডি২ মিশনের প্রস্তুতি চলছে।

সরকার জানিয়েছে, গগনযানের প্রথম মানববিহীন পরীক্ষামূলক উড়ানে 'ব্যোমমিত্র' নামে অর্ধ-মানবাকৃতির (হাফ-হিউম্যানয়েড) রোবটকে পাঠানো হবে। এরপর মানববাহী অভিযানের আগে একই বিন্যাসে আরও দুটি মানববিহীন মিশন পরিচালিত হবে।

ড. জিতেন্দ্র সিং জানান, গগনযাত্রীদের সাধারণ প্রশিক্ষণ রাশিয়ার গ্লাভকসমস-এ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে বেঙ্গালুরুর মহাকাশচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মিশন-নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ চলছে। রাশিয়ার রসকসমস, ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ), ফ্রান্সের সিএনইএস এবং অস্ট্রেলিয়ান স্পেস এজেন্সির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মহাকাশচারী প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্ক অপারেশন, উদ্ধার অভিযান এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজ চলছে।

সরকার আরও জানিয়েছে, ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন পাঁচটি মডিউল নিয়ে গড়ে তোলা হবে। প্রথম মডিউল বিএএস-০১-এর উন্নয়ন ও উৎক্ষেপণে ইতিমধ্যেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গগনযান ও সংশ্লিষ্ট ৮টি মহাকাশ মিশনের জন্য মোট ২০,১৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করেছে।

এদিকে মহাকাশে বাড়তে থাকা ধ্বংসাবশেষ (স্পেস ডেব্রিস) নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছে সরকার। বর্তমানে ইরোপের ২২টি সক্রিয় উপগ্রহের মধ্যে ২০টিই নিম্ন কক্ষপথে (লো আর্থ অরবিট) অবস্থান করছে, যেখানে সংঘর্ষের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। এই ঝুঁকি এড়াতে ২০২৫ সালে ২০ বার এবং ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ৯ বার কোলিশন অ্যাভয়েডেন্স ম্যানুভার (সিএএম) পরিচালনা করেছে ইসরো। সরকার জানিয়েছে, মহাকাশে ধ্বংসাবশেষ কমাতে ভারত ডেব্রিস

ফ্রি স্পেস মিশন (ডিএফএসএম) উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি—উভয় ক্ষেত্রেই 'জিরো ডেব্রিস' লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে শ্রীহরিকোটার মাল্টি-অবজেক্ট ট্র্যাকিং রাডার সক্রিয় রয়েছে এবং লাদাখের হানলেতে নির্মীয়মাণ নেট্রা প্রকল্পের অত্যাধুনিক অপটিক্যাল টেলিস্কোপ চালু হলে ভূস্থির কক্ষপথে ৩০ সেন্টিমিটার আকারের বস্তুও শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

কেন্দ্রের মতে, গগনযান কর্মসূচির জন্য তৈরি হওয়া লাইফ সাপোর্ট, বায়োমেডিক্যাল এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণার পাশাপাশি চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা এবং বিভিন্ন বেসামরিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই কর্মযজ্ঞের বিপুল খরচ বহন করার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার তহবিল গঠন করেছে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রোমোশন অ্যান্ড অথরাইজেশন সেন্টার (ইন-স্পেস) ২০২৬ সালের ২৪ জুলাই পর্যন্ত এই তহবিলে মোট ১৮৮.৯৩ কোটি টাকা অবদান রেখেছে। এর মধ্যে শুধু ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষেই ১৮২.৮৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অন্তরীক্ষ ভেঞ্চুর ক্যাপিটাল ফান্ড একটি সেবি-নিবন্ধিত ক্যাটাগরি-২ অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (এআইএফ)। এর মূল লক্ষ্য হল মহাকাশ প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপগুলিকে ইকুইটি মূলধন প্রদান করে নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন, বাণিজ্যীকরণ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করা।

কেন্দ্র জানিয়েছে, বর্তমানে এই তহবিলের বিনিয়োগ কমিটি তিনটি স্টার্টআপকে বিনিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করেছে। তবে সুরক্ষার খাতিরে ওই সংস্থাগুলির নাম বা বিনিয়োগের পরিমাণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে, ২০২৭ সালে মানব অভিযানের কাজ শুরু হচ্ছে।

চাঁদিপুরা ভাইরাস মোকাবিলায় নিবিড় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

৫ আগস্ট: চাঁদিপুরা ভাইরাস (সিএইচপিভি) সংক্রমণ মোকাবিলায় গুজরাত ও রাজস্থানে জাতীয় যৌথ প্রাদুর্ভাব প্রতিক্রিয়া দল (ন্যাশনাল জয়েন্ট আউটব্রেক রেসপন্স টিম বা এনজেওআরটি) মোতায়ন করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক।

একই সঙ্গে ভাইরাসটির সংক্রমণ পদ্ধতি, রোগের বিস্তার, উপসর্গ, সম্ভাব্য বাহক এবং চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে দেশের একাধিক শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করেছে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিজি কন্ট্রোল (এনসিডিসি)-এর সমন্বয়ে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভেইল্যান্স প্রোগ্রাম (আইডিএসপি)-এর মাধ্যমে আক্রান্ত এলাকায় ধারাবাহিক নজরদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি এনসিডিসি-র পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টারও সক্রিয় করা হয়েছে।

এই বিশেষজ্ঞ দলে এনসিডিসি, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) এবং পশুপালন ও দুগ্ধ দপ্তর (ডিএএইচডি)-এর বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। তাঁরা গুজরাত ও রাজস্থান সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে রোগের উৎস অনুসন্ধান, মহামারিবিদ্যাগত বিশ্লেষণ, রোগীর চিকিৎসা, পরীক্ষাগার সমন্বয়, বাহক নজরদারি এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদারের কাজ করবেন।

মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা শেষে তারা কেন্দ্রকে বিস্তারিত সুপারিশও জমা দেবেন।

সরকার জানিয়েছে, বর্তমানে আইসিএমআর -এর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি (চেন্নাই), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভেক্টর কন্ট্রোল রিসার্চ (পুদুচেরি), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব

ভাইরোলজি (পুনে), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর প্রি-ক্লিনিক্যাল রিসার্চ (হায়দরাবাদ) এবং আইসিএআর-এর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভেটেরিনারি এপিডেমিওলজি অ্যান্ড ডিজিজ ইনফরমেটিক্স (বেঙ্গালুরু) যৌথভাবে এই গবেষণায় অংশ নিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে অ্যাকিউট ফেব্রাইল ইনলেন্স (এএফআই) এবং অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত রোগীদের উপর নিবিড় নজরদারি চালাচ্ছেন। একই সঙ্গে সম্প্রদায়ভিত্তিক সেরো-সমীক্ষা পরিচালনা করে উপসর্গহীন সংক্রমণের হার নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে।

পরীক্ষাগারে উন্নত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভেইল্যান্স প্রোগ্রাম বর্তমানে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, চাঁদিপুরা ভাইরাসের প্রধান বাহক হিসেবে বালুম্বাছি (স্যাক্সফ্লাই) পরিচিত হলেও বর্তমান প্রাদুর্ভাবে মশা, টিক ও মাইটেরও কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আক্রান্ত এলাকা থেকে সংগৃহীত বিপুল সংখ্যক বাহক নমুনা বর্তমানে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট বাহক সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না বলেও স্পষ্ট করেছে সরকার।

পাশাপাশি গবাদি পশু—বিশেষ করে গরু, মহিষ ও ছাগল—ভাইরাসটির সম্ভাব্য বাহক বা সংরক্ষণকারী (রিজার্ভার) কি না, তা যাচাই করতে প্রাণীর রক্ত ও দুধের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৭০টি প্রাণীর রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, বর্তমান তদন্তে ২০২৪ সালের গুজরাতের চাঁদিপুরা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো হচ্ছে। সে সময় বিভিন্ন বাহক প্রজাতির নমুনা সংগ্রহও

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

পর্ষটনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি দেশের সংস্কৃতি। আর যদি সেই দেশের অধিকাংশ পর্ষটকের বয়স যদি ৩৫-৪৫ এর মধ্যে হয়, তবে সেক্ষেত্রে দেশের দায় থাকে, সংস্কৃতির খণ্ডচিত্রগুলির চিত্রায়ণকে তাঁদের সামনে তুলে ধরার। ৭০-এর দশক থেকে বেরিয়ে এসে, এখন ডকুমেন্টারি বা ভ্রমণপুস্তিকা নয়; বরং নেটফ্লিক্সের বিভিন্ন সিরিজমুখী হয়েছেন বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ। সেই ওয়েবসিরিজের গল্প অনুভবী জনগণকে টানতেই এবার কেন্দ্রের উদ্যোগে ‘ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া’ পোর্টালে ‘অ্যাজ সিন অন নেটফ্লিক্স’ বিভাগ চালু হওয়া অত্যন্ত সময়াপযোগী পদক্ষেপ। বিশ্বের বহু দেশ ইতিমধ্যেই এই কৌশলের সুফল পেয়েছে। নিউজিল্যান্ড ‘দ্য লর্ড অব দ্য রিংস’, দক্ষিণ কোরিয়া ‘স্কুইড গেম’ ও কে-ড্রামা, ক্রোয়েশিয়া ‘গেম অব থ্রোনস’ কিংবা জাপান অ্যানিমে সংস্কৃতিকে পর্ষটনের সঙ্গে যুক্ত করে আন্তর্জাতিক পর্ষটকের আগ্রহ বহুগুণ বাড়িয়েছে। ভারতও সেই পথেই এগোতে চাইছে। কারণ ভারতের প্রকৃত শক্তি শুধু তার ঐতিহাসিক স্থাপত্য নয়; তার বহুভাষিক সংস্কৃতি, লোকঐতিহ্য, খাদ্য, উৎসব এবং মানুষের জীবনযাত্রাও সমানভাবে আকর্ষণীয়। তবে এই উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে—ভারতকে কতটা প্রামাণ্য ও দায়িত্বশীলভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা যায়। দশক কোনও ওয়েব সিরিজে যে ভারতকে দেখবেন, বাস্তবে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি বিস্তর ফারাক থাকে,

তবে পর্ষটনের লাভের বদলে দেশের ভাবমূর্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কেবল জনপ্রিয় লোকেশনকে প্রচার করলেই চলবে না; পর্ষটকবান্ধব পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটি বিষয় স্মরণে রাখা জরুরি। আন্তর্জাতিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা কাজে লাগানো অবশ্যই ইতিবাচক, কিন্তু ভারতীয় গল্পের মালিকানা ও সাংস্কৃতিক বয়ান যেন সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। ভারতের নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাতা, তথ্যচিত্র, আঞ্চলিক সিনেমা এবং সরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে এই উদ্যোগকে বিস্তৃত করতে হবে। ভারতের বৈচিত্র্য এতই বিশাল যে, তাকে কোনও একক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। 'অ্যাজ সিন অন নেটফ্লিক্স' আসলে একটি নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক কুটনীতি। যদি এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের মানুষ কেবল কোনও দৃশ্যের সৌন্দর্য নয়, ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, লোকসংস্কৃতি এবং মানুষের জীবনকে জানতে আগ্রহী হন, তবে তা পর্যটন বৃদ্ধির পাশাপাশি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাবকেও আরও সুদৃঢ় করবে। গল্পের শক্তি যে সীমাস্ত মানে না, সেই সত্যকে কাজে লাগিয়েই ভারত তার নরম শক্তি বা *সফট পাওয়ার*-কে আরও কার্যকর করে তুলতে পারে। ভারত সেই কাজকে সম্পূর্ণ করবে- বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

ই-মাধ্যমে শিশু নির্যাতন রোধে পদক্ষেপ কেন্দ্রের

৫ আগস্ট: শিশুদের অনলাইন যৌন নির্যাতন ও শোষণ (ওসিএসএই) রোধে আইন, প্রযুক্তি, সাইবার নজরদারি এবং জনসচেতনতা—এই চার স্তরের উপর ভিত্তি করে সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে কেন্দ্র সরকার। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর জানান, মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক (মেইটিওয়াই) এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করছে, যাতে শিশু ও মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ, দায়বদ্ধ এবং বিশ্বাসযোগ্য ডিজিটাল পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। সরকার জানিয়েছে, শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন (পকসো), ২০১২-এ অনলাইন মাধ্যমে যৌন হয়রানি, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন, যৌন উদ্দেশ্যে বারবার যোগাযোগ এবং শিশুদের পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পকসো আইনের ১৪ নম্বর ধারায় প্রথম অপরাধে ন্যূনতম পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রয়েছে। পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাত বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি জরিমানারও ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া শিশুদের অশ্লীল ছবি বা ভিডিও সংরক্ষণ, মুছে না ফেলা বা রিপোর্ট না করার ক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩-এর ২৯৪ ও ২৯৫ ধারায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অশ্লীল সামগ্রী প্রচার এবং শিশুদের কাছে সেই ধরনের সামগ্রী বিক্রি বা প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০ এবং তথ্যপ্রযুক্তি (মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা ও ডিজিটাল মিডিয়া নৈতিকতা বিধি), ২০২১ অনলাইন শিশু যৌন নির্যাতন রোধে গুরুত্বপূর্ণ আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। এই বিধি অনুযায়ী, সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে শিশুদের জন্য ক্ষতিকর বা বেআইনি বিষয়বস্তু দ্রুত অপসারণ করতে হবে। কোনও অভিযোগ পাওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যে নগ্নতা, যৌন ক্রিয়া বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) পরিবর্তিত অন্তরঙ্গ ছবি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ পেলে তিন ঘণ্টার মধ্যেই ডিপফেক বা এআই-নির্মিত বেআইনি বিষয়বস্তু অপসারণেরও বিধান করা হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ইনফরমেশন সিকিউরিটি এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস

(আইএসসইএ) প্রকল্পের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ইতিমধ্যেই ৬,৬৫০টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এতে ১১.৩৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি শিশু, শিক্ষক, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ভাষায় হ্যান্ডবুক, পোস্টার, ভিডিও ও সচেতনতামূলক সামগ্রী প্রকাশ করা হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, ইন্ডিয়ান কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (সার্ট-ইন) নিয়মিত ডিপফেক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কতা জারি করছে। একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলিকে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিশু যৌন নির্যাতন-সংক্রান্ত ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য আপত্তিকর বিষয়বস্তু শনাক্ত ও অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেআইনি অনলাইন বিষয়বস্তু দ্রুত অপসারণের জন্য ‘সহযোগ’ পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলি দ্রুত তথ্যপ্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারীদের নোটিস পাঠাতে পারে, যাতে শিশু যৌন নির্যাতন-সংক্রান্ত সামগ্রীসহ অন্যান্য বেআইনি কনটেন্ট দ্রুত সরিয়ে ফেলা যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পরিচালিত ন্যাশনাল সাইরও জরিপটিং পোর্টাল-এ (www.cybercrime.gov.in) শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ-সহ সব ধরনের সাইবার অপরাধের অভিযোগ জানানো যায়। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (আই৪সি) দেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে এই ধরনের অপরাধ মোকাবিলায় কাজ করছে। সরকার আরও জানিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল নিরাপত্তা নির্দেশিকা, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের (এনসিপিসিআর) সাইবার নিরাপত্তা ও স্কুল সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজও জোরদার করা হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, আইন, প্রযুক্তি, নজরদারি ও জনসচেতনতার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুদের জন্য আরও নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তোলা, সঙ্গে শিশু নির্যাতন রোধে কঠোর পদক্ষেপের অবতারণাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

মিসাইলের সংখ্যা কমছে

৫ আগস্ট: ইরানের বিরুদ্ধে প্রায় পাঁচ মাস ধরে চলা সামরিক অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক দূরপাল্লার নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদের বড় অংশ ব্যবহার হয়ে গেছে বলে দাবি করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংঘাতে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে মার্কিন স্থলভিত্তিক দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম (এটিএসিএমএস) এবং প্রিসিশন স্ট্রাইক মিসাইল (পিআরএসএম)। সূত্রগুলির দাবি, এই দুই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের বৈশ্বিক মজুদের প্রায় সবটাই ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্রের মূল্য এক মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। রয়টার্স জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধেও এটিএসিএমএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, আরও আধুনিক ও অধিক পাল্লার পিআরএসএম ধীরে ধীরে এটিএসিএমএস-এর পরিবর্তে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান দূরপাল্লার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথ সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন এবং তখন সংঘাত দ্রুত শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় ক্ষেপণাস্ত্রের

মজুদ দ্রুত কমে এসেছে। ফলে ভবিষ্যতে আবার বড় ধরনের হামলা চালাতে হলে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের বদলে ঝুঁকিপূর্ণ মানবচালিত যুদ্ধবিমান ব্যবহার করতে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি। তবে হোয়াইট হাউস এই উদ্বেগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এখনও অনেক বেশি অস্ত্র রয়েছে এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা শিল্প রেকর্ড পরিমাণে নতুন ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন করছে। পেট্রোগনের মুখপাত্র শন পারনেলও দাবি করেছেন, মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সামরিক সক্ষমতা রয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে একযোগে অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, গোলাবারুদ ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চালানোর ক্ষেত্রে বর্তমান উৎপাদন পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। বিশেষ করে চীন বা রাশিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংঘাতের পরিস্থিতিতে এই ধরনের দূরপাল্লার নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সম্ভাব্য সামরিক উত্তেজনার ক্ষেত্রেও এই অস্ত্রগুলি মার্কিন প্রতিরোধ ক্ষমতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে বর্তমান মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া ও পুনরায় পূরণে সময় লাগা ওয়াশিংটনের কৌশলগত পরিকল্পনার ওপর

প্রভাব ফেলতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শুধু আক্রমণাত্মক অস্ত্রই নয়, প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর সাম্প্রতিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রায় ৬৫ শতাংশ ইন্টারসেপ্টর ব্যবহার হয়েছে এবং খাড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ইন্টারসেপ্টরের মজুদ প্রায় ৩৮ শতাংশ কমে গেছে। এছাড়া মার্কিন নৌবাহিনীর টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের বৈশ্বিক মজুদেরও প্রায় অর্ধেক ব্যবহার হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এদিকে প্রশাসনের অভ্যন্তরেও অস্ত্রভাণ্ডারের দ্রুত হ্রাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে। যদিও মার্কিন প্রশাসনের একাংশের দাবি, প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে অস্ত্র পুনর্বিন্যাস করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব। একই সঙ্গে লকহিড মার্টিন ও রে-থিয়ান-সহ প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া হওয়ায় যুদ্ধকালীন ব্যবহারের সমান গতিতে মজুদ পুনর্গঠন করা সহজ নয়। ফলে ইরান সংঘাত মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের সরবরাহ ব্যবস্থা ও দীর্ঘমেয়াদি সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

রেপোরেট

প্রথম পাতার বাকি অংশ করেছিলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আরবিআই সুদের হার এবং নীতিগত অবস্থানে কোনও পরিবর্তন করবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, মূল্যস্ফীতি আগের তুলনায় কমলেও সাম্প্রতিক মাসগুলিতে কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক মূল্য, বিনিময় হার এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতো বহিরাগত কারণ মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করছে। তবে তা এখনও আরবিআই নির্ধারিত সহনসীমার মধ্যেই রয়েছে। অন্যদিকে, দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এখনও স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছে আরবিআই। অনুকূল বর্ষা, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ধারাবাহিকতা এবং বিদেশি মূলধনের প্রবাহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করছে। গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, ভারতীয় অর্থনীতি এখনও উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতা দেখাচ্ছে। তবে অর্থনীতির কয়েকটি ক্ষেত্রে চাপের লক্ষণও ধরা পড়ছে। তাঁর মতে, মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধি—উভয় ক্ষেত্রেই এখনও উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতি বজায় রাখাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত।

অনুসন্ধান

প্রথম পাতার বাকি অংশ পরীক্ষা করা হলেও কোনওটিতেই চাঁদিপুরা ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়নি। একই সঙ্গে ভাইরাসটির জিনগত পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তা জানতে গুজরাত বায়োটেকনোলজি রিসার্চ সেন্টার (জিবিআরসি), গান্ধীনগর-এ সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সিং চলছে। প্রাথমিকভাবে কিছু ক্ষুদ্র জিনগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেও, এগুলির গুরুত্ব নির্ধারণ আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া দেশের ১৫টি তৃতীয় স্তরের হাসপাতাল নিয়ে গঠিত হাসপাতালভিত্তিক অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস সিনড্রোম নজরদারি নেটওয়ার্ক থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আধুনিক পরীক্ষাগার প্রযুক্তি, সেরোলজিক্যাল ও মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক এবং নেস্‌ট-জেনারেশন সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে রোগটির প্রকৃতি সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। কেন্দ্রের দাবি, মানবস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য এবং বাহক নজরদারিকে একত্রিত করে ‘ওয়ান হেল্থ’ নীতিতে পরিচালিত এই উদ্যোগ চাঁদিপুরা ভাইরাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া আরও সমৃদ্ধ করবে।

জনজাতি জীবিকায়

প্রথম পাতার বাকি অংশ সেন্টার (এমপিসি) স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও প্রস্তাব জমা দেয়নি বলে কেন্দ্র জানিয়েছে। সরকার আরও জানিয়েছে, রাজ্যে পিভিটিজি পরিবারগুলির সমীক্ষার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ১৮,১৭৩টি পরিবারের সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এই তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকল্পভিত্তিক ঘাটতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ওপরই ন্যস্ত থাকবে। ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বনজ সম্পদের মূল্য সংযোজন, বিপণন এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ বাড়াতেও একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে জানান, প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন (পিএমজেভিএম)-এর আওতায় ট্রাইফেড (ট্রাইবাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া) রাজ্যজুড়ে জনজাতি শিল্পী, বনজ পণ্য সংগ্রাহক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রী জানান, ট্রাইফেড বর্তমানে ত্রিপুরার ৪৭০ জন জনজাতি শিল্পী ও সরবরাহকারীকে তালিকাভুক্ত করেছে, যাঁদের সঙ্গে ২,৯৫৭টি পরিবার যুক্ত রয়েছে। এছাড়া ট্রাইবাল আর্টিজান এমপায়েলমেন্ট মেলা, আদি বাজার এবং আদি মহোৎসব-এর মতো প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনজাতি পণ্যের

বিপণনের সুযোগও তৈরি করা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরায় মোট ৮৭টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র (ভিডিভিকে) অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন)-এর আওতায় ৩০টি এবং পিএমজেভিএম-এর অধীনে ৫৭টি কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে মোট ১৮,৬৬৬ জন উপভোক্তা যুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে পিএম-জনমনের আওতায় ২,৫৫০ জন এবং পিএমজেভিএম-এর আওতায় ১৬,১১৬ জন রয়েছেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, অনুমোদিত ৮৭টির মধ্যে ৮০টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্র বর্তমানে কার্যকর। এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি স্থানীয় বাজার, মেলা এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে মূল্য সংযোজিত বনজ পণ্য বিক্রি করে ইতিমধ্যেই ১১৩.৮৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছে। সরকার আরও জানিয়েছে, জনজাতি সংগ্রাহকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে ৮৭ ধরনের ক্ষুদ্র বনজ পণ্যের (মাইনর ফরেস্ট প্রোডাক্টস) জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ত্রিপুরাসহ দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রযোজ্য। এই তালিকায় রয়েছে বুনো মধু, তেঁতুল, বাঁশের ঝাঁটা, শুকনো মাশরুম, কালো চাল, কিং চিলি, আদা, কাজুবাদাম, পেরিলা, রোজেলা, বাঁশের কুঁড়ি, এলিফ্যান্ট অ্যাপল, বুনো মাশরুম-সহ বিভিন্ন বনজ ও কৃষিজ পণ্য।

ক
মি
স্ব



কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ...